ব্যবহারজগতে নিজ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া যে সকল মধুরলীলা প্রকাশ কর, সেই সকল লীলাই মহা আনন্দ-সুধাসিন্ধু। যাঁহারা সৎসঙ্গ বা সৎকৃপা লাভে ধন্য হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সেই লীলা-সুধাসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভের পরিশ্রম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহারা তোমার লীলাকথা-সুধাসাগরে অবগাহন করিতে পারেন, তোমার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র কোন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। লীলারস আস্বাদনের দ্বারাই তোমার স্বরূপতত্ত্ব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারা এমন এক অপূর্ব্ব পারমার্থিক আস্বাদন লাভ করেন, যে আস্বাদন লাভে জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ পরিহাররূপ মোক্ষকেও আদর করেন না। তবে এইপ্রকার ভাগ্যবান সাধকজীবের সংখ্যা খুবই অল্প। যাঁহারা মোক্ষসুখ প্রাপ্তির অভিলাষকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন, তাঁহারা যে ইন্দ্রাদি পদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, ইহাতে আর কি আশ্চর্য্য আছে? কেবলমাত্র যে মোক্ষ প্রভৃতি সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন না - তাহাই নহে, কিন্তু সেই লীলারসসুধা আস্বাদনসুখে পূর্ণ হইয়া পূর্ব্বসিদ্ধ গৃহাদি সুখে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন না। যেহেতু তোমার চরণকমলের হংসের মত সতত রতিযুক্ত ভক্তকুলের সঙ্গে গৃহাদি সুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করেন।”

এইপ্রকার উক্তিতে লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তির আধিক্য শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—“যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।” এই শ্রুতিব্যাখ্যায় সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকর্ত্তা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে।” নির্ব্বাণমুক্ত পুরুষগণও লীলায় (স্ব-ইচ্ছায়) ভজনোপযোগী দেহ রচনা করিয়া শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিব্যাখ্যাবলে বেশ বুঝা যায় যে—লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তিসুখে মুক্তিসুখ হইতেও আধিক্য আছে। অতএব প্রথম স্কন্ধে ১।২।৩৪ শ্লোকে শ্রীসুতগোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু॥

‘হে শৌনক! এই লোককর্ত্তা শ্রীভগবান, দেবতির্য্যক্ ও মানবগণের ভিতরে যে সকল লীলাবতার আছেন, সেই লীলাবতারগণ মধ্যে অনুরক্ত হইয়া সত্ত্বগুণের দ্বারা সকল লোককে পালন করিয়া থাকেন।’ এই শ্লোকেও “লীলাবতারানুরত”—এই পদটি শ্রীভগবানের বিশেষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ লীলাটি যে শ্রীভগবানের অতি অন্তরঙ্গ বস্তু, তাহা অনুরত পদের দ্বারা